গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
প্রশাসন-২ অধিশাখা

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ জুন/২০২৩ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদার সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
সভার তারিখ	২৫-০৬-২০২৩
সভার সময়	সকাল-১০.৩০ ঘটিকা
স্থান	সভাকক্ষ-১২১, ভবন নং-৬ (২য় তলা), বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে জুন/২০২৩ মাসের সমন্বয় সভা শুরু করেন। সভায় যোগদানের জন্য সভাপতি বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের সম্মানিত চেয়ারম্যান, জনাব মোঃ নুরুল আমিন-কে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অতঃপর, সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) পাওয়ার পয়েন্টে পর্যায়ক্রমে সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

২। সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সর্বসম্মতিতে গত ২৮-০৫-২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মে/২০২৩ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়/নিশ্চিত করা হয়।

৩। গত ২৮-০৫-২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও অন্যান্য বিষয়ে নিম্নরূপ আলোচনা, পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রম	আলোচনা/পর্যালোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

৩.১	এ বিভাগের অধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ অনিষ্পন্ন বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, পেট্রোবাংলা ও বিপিসি হতে অডিট ও মামলা সংক্রান্ত অনিষ্পন্ন বিষয়ের তালিকা পাওয়া গেছে। অন্যান্য দপ্তর ও কোম্পানীসমূহের কোন বিষয় এ বিভাগে অনিষ্পন্ন নেই মর্মে তথ্য পাওয়া গেছে। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা বলেন যে, এলএনজি যেহেতু এসেনশিয়াল প্রোডাক্ট সেহেতু আমদানি পর্যায়ে যদি ট্যাক্স বাদ দেয়া যেতো তাহলে বিষয়টি অনেক সহনীয় হতো। এলএনজি আমদানির পর কেবলমাত্র মিক্সড গ্যাসের সাথে ভোক্তা পর্যায়ে ট্যাক্স কর্তনের বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন। কিন্তু এনবিআর থেকে এ বাজেটে এ বিষয়ে কোনো সমাধান পাওয়া যায়নি। সভাপতি এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পত্র প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন। যুগ্মসচিব (অপারেশন-২) বলেন যে, বিসিআইসি'র আওতাধীন সার কারখানাসমূহে গ্যাস সরবরাহের বিপরীতে জুন, ২০২২ সালে সরকার নির্ধারিত ১৬.০০ টাকা/ঘনফুট হারে গ্যাসের মূল্য পরিশোধের জন্য এবং এখাতে কম অর্থ পরিশোধের কারণে এপ্রিল, ২০২৩ পর্যন্ত সৃষ্ট বকেয়া বাবদ ১,২১১.৪০ কোটি টাকা পরিশোধের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার নির্ধারিত ১৬.০০ টাকা/ঘনফুট হারে গ্যাসের মূল্য পরিশোধের জন্য ০৭-০৬-২০২৩ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়কে পত্র দেয়া হয়েছে। সভাপতি এ বিষয়টি ফলোআপ রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী হতে প্রাপ্ত পিডিবি ও আইপিপি'র নিকট বকেয়া আদায়ের সর্বশেষ অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়। অগ্রগতি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কতিপয় আইপিপি প্রতিষ্ঠান ডিসেম্বর/২২ পর্যন্ত গ্যাস বিল পরিশোধ করেছে এবং বিল পরিশোধ না করায় কয়েকটি আইপিপি প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ রাখা হয়েছে। সভাপতি আইপিপি প্রতিষ্ঠান হতে গ্যাসের বকেয়া আদায়ে কার্যকর উদ্যোগ অব্যাহত রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া, সভাপতি পিডিবি'র নিকট হতে বকেয়া আদায়ে এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন) এর সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট কমিটির নিয়মিত সভা করার জন্য গুরুত্বারোপ করেন।	(ক) দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির অনিষ্পন্ন কার্যক্রমের তথ্য (কোথায় অনিষ্পন্ন রয়েছে) সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক প্রতি সমন্বয় সভার পূর্বে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। (খ) এলএনজিতে আমদানি পর্যায়ে মূসক পরিশোধের পর স্থানীয় পর্যায়ে রেয়াত না পাওয়া সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য এনবিআর বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে। (গ) নির্ধারিত রেটে বিসিআইসি'র নিকট হতে গ্যাসের মূল্য আদায়ের লক্ষ্যে নিয়মিত ফলোআপ রাখতে হবে। (ঘ) আইপিপি'র নিকট বকেয়া আদায়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আইপিপি বকেয়া পরিশোধ না করলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করতে হবে। (ঙ) পিডিবি'র নিকট হতে বকেয়া আদায় ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন) এর নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট কমিটির সভা নিয়মিত আয়োজন করতে হবে।	সকল অনুবিভাগ/ সকল শাখা/অধিশাখা/ যুগ্মসচিব (অপা-২) ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি

৩.২	যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) বিপিসি, পেট্রোবাংলা ও কোম্পানীসমূহের Asset re-valuation কার্যক্রমের অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন। Asset re-valuation কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনায় সন্তোষজনক পাওয়া যায়। সভায় জানানো হয় যে, ইতোমধ্যে বিজিডিসিএল ও জিটিসিএল এর Asset re-valuation কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং সম্পাদিত কার্যক্রমের উপর প্রেজেন্টেশন প্রদান করা হয়েছে। সভাপতি বিজিডিসিএল ও জিটিসিএল এর সম্পাদিত Asset re-valuation কার্যক্রম অবলোকনপূর্বক অন্যান্য কোম্পানীসমূহের এ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	বিপিসি ও পেট্রোবাংলার আওতাধীন যে সকল কোম্পানীসমূহের Asset re-valuation কার্যক্রম এখনো সম্পন্ন হয়নি সে সকল কোম্পানীসমূহের এ কার্যক্রমের অগ্রগতি সুনির্দিষ্টভাবে আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	বিপিসি/পেট্রোবাংলা ও সংশ্লিষ্ট কোম্পানী
৩.৩	সভায় জানানো হয় যে, বিস্ফোরক পরিদপ্তরের প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামোর বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক পুনরায় চাহিত query'র তথ্যাদি পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গত ০৮-০৫-২০২৩ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বিস্ফোরক পরিদপ্তরের প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামোর বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে আগামী ১৮-০৭-২০২৩ তারিখে সংশ্লিষ্ট উপকমিটির সভা আহ্বান করা হয়েছে। সভাপতি জিএসবি'র নিয়োগবিধি সংশোধনের বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি সভায় জানতে চান। এ প্রসঙ্গে যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, নিয়োগবিধি সংশোধনের বিষয়ে ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট কমিটির ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ বিষয়ে মতামতের জন্য একটি নথি আইন ও বিচার বিভাগে পেন্ডিং রয়েছে। আইন ও বিচার বিভাগের মতামত প্রাপ্তির পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। সভাপতি জিএসবি'র নিয়োগবিধি সংশোধনের বিষয়টি সমন্বয় সভায় নিয়মিত আলোচনার লক্ষ্যে এজেন্ডাভুক্ত করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) বিস্ফোরক পরিদপ্তরের প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামোর বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগপূর্বক অগ্রগতি আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (খ) জিএসবি'র নিয়োগবিধি সংশোধনের বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	প্রশাসন-২ অধিশাখা/ প্রশাসন-৩ অধিশাখা ও জিএসবি/ বিস্ফোরক পরিদপ্তর

৩.৪	মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), হাইড্রোকার্বন ইউনিট জানান যে, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে ড্যাশবোর্ড আপগ্রেডেশনের বিষয়ে ভেন্ডর কর্তৃক একটি ডেমো প্রেজেন্টেশন প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। সভাপতি বলেন যে, বিষয়টি অনেকদিন যাবত ঝুলে আছে। সভাপতি আগামী সমন্বয় সভায় ডেমো প্রেজেন্টেশন প্রদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। মহাপরিচালক, হাইড্রোকার্বন ইউনিট জানান যে, Smart Enegy Sector Master Plan প্রণয়নে প্রকল্প গ্রহণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে মহাপরিচালক, হাইড্রোকার্বন ইউনিট-কে আহ্বায়ক করে ১১ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। কমিটি কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এ কার্যক্রমের অগ্রগতি উপস্থাপন করা হবে। সভায় জানানো হয় যে, Integrated Power and Energy Master Plan এর চূড়ান্ত খসড়াটি উন্নয়ন-১ অধিশাখা হতে গত ০৭-০৬-২০২৩ তারিখে জারি করা হয়েছে। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) জানান যে, Integrated Power and Energy Master Plan এর চূড়ান্ত খসড়ার বিষয়ে কিছু আপত্তি রয়েছে। সভাপতি বলেন যে, এ বিভাগের মতামত দ্রুত জাইকাতে প্রেরণপূর্বক উহার ভিত্তিতে খসড়াটি সংশোধন করার জন্য জাইকাকে পত্র দিতে হবে।	(ক) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ড্যাশবোর্ড আপগ্রেডেশনের বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (খ) আগামী সমন্বয় সভায় Energy Sector Smart Master Plan এর অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে। (গ) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের মতামত অনুযায়ী Integrated Power and Energy Master Plan এর খসড়াটি দ্রুত সংশোধনের জন্য জাইকা'কে পত্র দিতে হবে।	উন্নয়ন অনুবিভাগ/ পরিকল্পনা অনুবিভাগ/ ও উন্নয়ন-১ অধিশাখা/ হাইড্রোকার্বন ইউনিট
৩.৫	পরিচালক (অপারেশন), বিপিসি জানান যে, এসপিএম উইথ ডবল পাইপলাইন প্রকল্পের কমিশনিং ও টেস্টিং এর জন্য জুন ২০২৩ এর মধ্যে Crude oil এর First filling সম্পন্ন করা এবং এর পরে যথাসম্ভব দ্রুত HSD এর First filling সম্পন্ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে প্রকল্পের ইপিসি ঠিকাদারের তরফে যাবতীয় প্রস্তুতি ও কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রকল্পের কমিশনিংসহ যাবতীয় কাজ সফলভাবে সম্পন্নকরতঃ যথাসম্ভব দ্রুত প্রকল্পটি উদ্বোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রকল্পের ট্রায়াল কার্যক্রম অদ্য শুরু হয়েছে। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা বলেন যে, এসপিএম প্রকল্পের বয়া মৎস্য শিকারী ও ফিশিং নেট থেকে সুরক্ষার জন্য দ্রুত কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে পরিচালক (অপারেশন), বিপিসি জানান যে, এ বিষয়ে চুক্তিকৃত ILF Consutant প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে। সভাপতি বিষয়টি গুরুত্বসহকারে ফলোআপ রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) এসপিএম উইথ ডবল পাইপলাইন প্রকল্পটি আগামী জুলাই/২৩ এর মধ্যে সম্পন্ন করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (খ) এসপিএম উইথ ডাবল পাইপলাইন প্রকল্পের আওতায় অফশোরে স্থাপিত স্থাপনা সুরক্ষার বিষয়ে এখন হতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	পরিকল্পনা/প্রশাসন অনুবিভাগ/ প্রশাসন-১/ পেট্রোবাংলা/ বিপিসি/ইআরএল

৩.৬	(ক) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিওসিএল জানান যে, বিমানের নিকট পূর্বের বকেয়া ও চলমান পাওনা আদায়ের বিষয়ে অর্থ বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে এ বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ০৪/০৪/২০২৩ তারিখে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ১৭/০৪/২০২৩ তারিখে এ বিভাগ হতে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়-কে অনুরোধ করা হয়েছে। তদানুযায়ী, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড কর্তৃক ০৩/০৫/২০২৩ তারিখে ৯,৯৪,০০,০০০/- (নয় কোটি চুরানব্বই লক্ষ) টাকা এবং ০৫/০৬/২০২৩ তারিখে ৯,৯৪,০০,০০০/- (নয় কোটি চুরানব্বই লক্ষ) টাকা পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেডকে পরিশোধ করা হয়েছে। তাছাড়াও, বকেয়া পাওনা পরিশোধের বিষয়ে ১৯/০৬/২০২৩ তারিখে পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড হতে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেডকে পত্র দেয়া হয়েছে। এছাড়া, বকেয়া আদায়ে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। সভাপতি বলেন যে, এ বিষয়ে বাংলাদেশ বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সাথে কথা হয়েছে। তিনি বকেয়ার সুদ মওকুফ করার বিষয়ে অনুরোধ করেছেন। আসল টাকা পরিশোধের পর সুদ মওকুফ করা যাবে কিনা সে বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। (খ) যুগ্মসচিব (অপারেশন-১) সভায় জানান যে, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে Joint Venture এর মাধ্যমে এলপি গ্যাস কোম্পানী কর্তৃক আমদানি-নির্ভর এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপনের বিষয়টি নিয়ে ইতোমধ্যে আলোচনা হয়েছে। এ বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ের একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। সভাপতি আগামী সভায় এ বিষয়ে অগ্রগতি উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) বাংলাদেশ বিমান কর্তৃক মাসিক ১০-১৫ কোটি টাকা করে বকেয়া পরিশোধের বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিমানের সাথে নিবিড় যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) বিডিং প্রক্রিয়ায় Joint Venture এর মাধ্যমে আমদানি-নির্ভর এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপনের বিষয়ে আগামী সভায় অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/ অপা-২ অধিশাখা ও বিপিসি/ পিওসিএল/এলপি গ্যাস লিঃ
৩.৭	সভায় এপ্রিল/২৩ মাসের দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার তথ্যাদি এবং মে/২৩ মাসের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির তথ্য উপস্থাপন করা হয়। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিবেদনাধীন মাসে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির সংখ্যা ১৯টি এবং উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা ১৫টি। বিপিআই এর মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) বলেন যে, বিপিআইয়ের মে/২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভুত আপত্তির সংখ্যা ৫টির পরিবর্তে ২টি হবে। চেয়ারম্যান, বিইআরসি বলেন যে, বিইআরসি'র ৪১ টি অডিট আপত্তি রয়েছে। উক্ত অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ত্রিপক্ষীয় সভা আহ্বানের জন্য তিনি গুরুত্বারোপ করেন। সভাপতি আগামী সমন্বয় সভায় বিপিসি'র অগ্রগতি সন্তোষজনক দেখতে চান মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন এবং দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় সভা বাড়ানোর জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার পরিমাণ বাড়াতে হবে এবং প্রতিমাসে কয়টি দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা করা হচ্ছে ও কয়টি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে তার তথ্য সুনির্দিষ্ট ছকে প্রতি সমন্বয় সভার পূর্বে প্রেরণ করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/ বাজেট অধিশাখা ও দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি
৩.৮	(ক) যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) সভায় মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারে সর্বশেষ তথ্য ইনপুটের অগ্রগতি উপস্থাপন করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীর বেশিরভাগ মামলার তথ্যাদি মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারে ইনপুটের কার্যক্রম ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। সভাপতি ইনপুটের কার্যক্রম চলমান রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় আরো জানানো হয় যে, মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারটি নির্দিষ্ট মেয়াদ ভিত্তিক মেইনটেন্যান্স এর জন্য স্পেকট্রাম কোম্পানির সাথে ইতোমধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। (খ) সভায় জানানো হয় যে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণের নিকট হতে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা প্রতিবেদন এ বিভাগে প্রেরণ করা হচ্ছে। তবে, অনেক জেলা হতে অভিযানের শূন্য প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে। যে সকল জেলা হতে শূন্য প্রতিবেদন পাওয়া গেছে সে সকল জেলা প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ রাখার জন্য সভাপতি ব্যবস্থাপনা	(ক) সকল প্রতিষ্ঠানের মামলার তথ্যাদি মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারে ইনপুটের কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে। (খ) দেশে ভেজাল তেল বিক্রয় বন্ধ ও তেল সরবরাহে সঠিক পরিমাপ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মোবাইল কোর্ট ও অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে। (গ) গাজীপুর জেলায়	প্রশাসন অনুবিভাগ/ অপারেশন অনুবিভাগ/ প্রশা-৩ শাখা/ অপা-১ শাখা/অপা-৪ শাখা/আইসিটি শাখা ও দপ্তর/ সংস্থা/ কোম্পানি

	পরিচালকদের নির্দেশনা প্রদান করেন। উল্লেখ্য, ওজন ও পরিমাপ মানদন্ড আইন ২০১৮ ও বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) আইন, ২০১৮ অনুযায়ী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, বগুড়া, খাগড়াছড়ি, টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ কর্তৃক মে ২০২৩ মাসে যথাক্রমে ৮৫,০০০/-, ৯০০০/-, ৩০,০০০/- ও ৭১,০০০/- টাকা জরিমানা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ১৬ (ষোল)টি জেলা হতে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও, সকল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক দেশে ভেজাল তেল বিক্রয় বন্ধ ও তেল সরবরাহে সঠিক পরিমাপ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মোবাইল কোর্ট ও অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে। পরিচালক (বিপণন), বিপিসি জানান যে, দেশে ভেজাল জ্বালানি তেলের বিস্তার, অবৈধ ক্রয়-বিক্রয় বন্ধে ও সঠিক পরিমাপ নিশ্চিতকল্পে পেট্রোল পাম্প, প্যাব্ড পয়েন্ট ডিলার ও এজেন্সী পয়েন্টে জেলা প্রশাসন, বিএসটিআই এর প্রতিনিধি ও বিপণন কোম্পানীসমূহের আঞ্চলিক কার্যালয় হতে মনোনীত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। বিপণন কোম্পানীসমূহ হতে প্রাপ্ত তথ্য মতে, মে/২০২৩ মাসে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় বিপণন কোম্পানিসমূহ দেশব্যাপী মোট ৩১টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেছে। তন্মধ্যে পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিঃ ১১টি, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ ৮টি এবং যমুনা অয়েল কোম্পানী ১২টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেছে। ওজনে কম দেওয়া এবং অন্যান্য ত্রুটিজনিত কারণে পিওসিএল এর ৭টি, এমপিএল এর ৪টি এবং জেওসিএল এর ১১টিসহ সর্বমোট ২২টি ফিলিং স্টেশনকে অর্থদন্ড দেয়া হয়েছে। এছাড়া ৯টি ফিলিং স্টেশনের কার্যক্রম সন্তোষজনক পাওয়া গিয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, গাজীপুর জেলায় ডিসপেন্সিং মেশিনের মাধ্যমে অবৈধভাবে বিভিন্ন স্থানে অহরহ জ্বালানি তেল বিক্রি করা হচ্ছে। সভাপতি এটি বন্ধে গাজীপুরের জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি জেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় মাঠ পর্যায়ের প্রতিনিধিদের নিয়মিতভাবে উপস্থিত থাকার নির্দেশনা প্রদান করেন। চেয়ারম্যান, বিইআরসি বলেন যে, সম্প্রতি দেখা গেছে যে, সাভার এলাকায় বড় বড় সিলিন্ডার হতে ১২ কেজি সিলিন্ডারে গ্যাস ভরা হচ্ছে এবং গ্যাস ভরার পূর্বে সিলিন্ডারের ভিতরে বালি ও পানি ভর্তি করা হচ্ছে, যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এবং এর ফলে ২ জনের মৃত্যুও ঘটেছে। এছাড়া, অটোগ্যাস স্টেশন হতে গাড়িতে গ্যাস দেয়ার পাশাপাশি এলপিজি সিলিন্ডারেও গ্যাস ভরা হচ্ছে, যা ঝুঁকিপূণ। তিনি এ বিষয়গুলো গুরুত্বসহকারে তদারকির জন্য অনুরোধ করেন। সভাপতি এ বিষয়গুলো যথাযথভাবে মনিটরিং করার জন্য সংশ্লিষ্টদের পত্র প্রদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। (গ) যুগ্মসচিব (অপারেশন-১) জানান যে,, অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও পাইপলাইন বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে একজন স্থায়ী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এ বিভাগে সংযুক্তি বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করা হয়েছে। সভায় আরো উল্লেখ করা হয় যে, এ বিভাগে কর্মরত উপসচিব, জনাব এস এম জাকারিয়া ও সিনিয়র সহকারী সচিব, জনাব মোঃ শেখ শহিদুল ইসলাম এর অনুকূলে ম্যাজেস্ট্রেরিয়াল ক্ষমতা অর্পণের জন্য গত ২৩-০৫-২০২৩ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। যুগ্মসচিব (অপারেশন-১) এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করবেন মর্মে সভায় অবহিত করেন। (ঘ) সভায় দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির ই-দরপত্রের তথ্য পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দপ্তর/সংস্থা কোম্পানীর ই-দরপত্রের তথ্যাদি সন্তোষজনক পাওয়া যায়। সভাপতি ই-দরপত্রের সংখ্যা বাড়ানোর	অবৈধভাবে ডিসপেন্সিং মেশিনের মাধ্যমে জ্বালানি তেল বিক্রি বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক, গাজীপুর বরাবর দ্রুত একটি পত্র প্রেরণ করতে হবে। (ঘ) জেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় মাঠ পর্যায়ের প্রতিনিধিদের নিয়মিতভাবে উপস্থিত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। (ঙ) অবৈধভাবে গ্যাস সিলিন্ডারে গ্যাসের সাথে বালি ও পানি ভর্তি এবং অটোগ্যাস স্টেশন হতে এলপিজি সিলিন্ডারে গ্যাস ভর্তি বন্ধ করার লক্ষ্যে মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করার জন্য সংশ্লিষ্টদের দ্রুত পত্র দিতে হবে। (চ) অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও পাইপলাইন বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে সংযুক্তিপূর্বক নিয়োগের লক্ষ্যে এবং উপসচিব, জনাব এস এম জাকারিয়া ও সিনিয়র সহকারী সচিব, জনাব মোঃ শেখ শহিদুল ইসলাম এর অনুকূলে ম্যাজেস্ট্রেরিয়াল ক্ষমতা অর্পণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। বিষয়টি যুগ্মসচিব (অপারেশন-১) তদারকিপূর্বক আগামী সভায় অগ্রগতি উপস্থাপন করবেন।

	পাশাপাশি ই-দরপত্রযোগ্য দরপত্রসমূহ শতভাগ বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ছ) দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীর ই-দরপত্রের সংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি ই-দরপত্রযোগ্য দরপত্রসমূহ শতভাগ ই-দরপত্রের মাধ্যমে করতে হবে এবং প্রতি সমন্বয় সভার পূর্বে অগ্রগতি প্রেরণ করতে হবে।	
৩.৯	যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) বলেন যে, ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সকল সূচকের প্রমাণক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গাইডলাইন অনুযায়ী প্রেরণের জন্য ইতোমধ্যে এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাকে পত্র প্রদান করা হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, ইতোমধ্যে এপিএ'র সকল সূচকের অর্জন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে। আগামী ১৫-০৭-২০২৩ তারিখের মধ্যে এপিএ'র স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন (প্রমাণকসহ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণে করতে হবে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০২২-২৩ এ 'তথ্য বাতায়নের মেইন মেনুর আওতাধীন সাবমেনুসমূহ, সেবা বক্সের সকল লিংক, সকল কর্মকর্তার মোবাইল নম্বর ছবি ও ই-মেইলসহ তালিকা, নোটিশ বোর্ড, বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা, জাতীয় শুদ্ধাচার কার্যক্রম, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, তথ্য অধিকার, উদ্ভাবন, সেবা সহজিকরণ ও ডিজিটাইজেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম, বিভিন্ন কার্যক্রমের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণের তথ্যাদি নিয়মিত ও তাৎক্ষণিকভাবে হালনাগাদ করা প্রয়োজন। ওয়েব পোর্টালগুলি যথাযথভাবে নিয়মিত ও তাৎক্ষণিক হালনাগাদ করা না হলে একদিকে যেমন সেবা গ্রহীতাগণ কাঙ্খিত সেবা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হবে অন্য দিকে এ পর্যন্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে অর্জিত সুনাম ক্ষুন্ন হবে মর্মে প্রতীয়মান হয়। সভাপতি এ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ওয়েব পোর্টাল যথাযথভাবে নিয়মিত ও তাৎক্ষণিক হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গাইডলাইন অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরের এপিএ'র স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন (প্রমাণকসহ) আগামী ১৫-০৭-২০২৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। (খ) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ওয়েব পোর্টাল যথাযথভাবে নিয়মিত ও তাৎক্ষণিকভাবে হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সকল অনুবিভাগ/ সকল কর্মকর্তা/ এপিএ টিম/ প্রশাসন-২ অধিশাখা ও দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি
৩.১০	**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন:** যুগ্মসচিব (অপারেশন-২) জানান যে, বাংলাদেশ কয়লা নীতি ২০০৮ এর খসড়া পুনর্গঠনের বিষয়ে গত ১৮-০৪-২০২৩ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্টদের নিকট কার্যবিবরণী প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, কয়লা নীতি ২০০৮ এর খসড়া পুনর্গঠনের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নীতিগত অনুমোদন গ্রহণের লক্ষ্যে সচিব মহোদয় আলোচনা করবেন মর্মে নির্দেশনা প্রদান করেছেন। উপসচিব (প্রশাসন-৩) 'বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের হিসাবরক্ষণে পেশাদারিত্ব নিশ্চিতকরণের স্বার্থে চার্টার্ড একাউন্টেন্ট কিংবা হিসাবরক্ষণে বিশেষায়িত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে নিযুক্ত করিবার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রবিধানমালা সংশোধনের পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে' সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অবাস্তবায়িত সিদ্ধান্তের অগ্রগতি উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন যে, বিপিসি'র সংশ্লিষ্ট প্রবিধানমালা সংশোধনের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগের সম্মতির জন্য শীঘ্রই পত্র প্রেরণ করা হবে। সভাপতি দ্রুত প্রস্তাবটি অর্থ বিভাগে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন। যুগ্মসচিব (উন্নয়ন-২) 'চট্টগ্রামের বাঁশখালিতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে বাংলাদেশ এনার্জি পোর্ট লিমিটেড নামক	(ক) বাংলাদেশ কয়লা নীতি ২০০৮ এর খসড়া পুনর্গঠনের বিষয়ে আগামী সমন্বয় সভায় সর্বশেষ অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে। বিষয়টি যুগ্মসচিব (অপারেশন-২) তদারকি করবেন। (খ) 'বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের হিসাবরক্ষণে পেশাদারিত্ব নিশ্চিতকরণের স্বার্থে চার্টার্ড একাউন্টেন্ট কিংবা হিসাবরক্ষণে বিশেষায়িত জ্ঞান ও	সকল অনুবিভাগ/যুগ্মসচিব (অপা:-২)/উন্নয়ন-২ উপসচিব (প্র-৩)/ অপারেশন-৩ শাখা ও বিপিসি/ পেট্রোবাংলা

	Memorandum of Association, Articles of Association এবং Joint Venture and Shareholders Agreement এর খসড়ার অনুমোদন' সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অবাস্তবায়িত সিদ্ধান্তের অগ্রগতি উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন যে, বর্ণিত সিদ্ধান্তের বিষয়ে একটি পজিশন পেপার প্রস্তুতপূর্বক সচিব মহোদয়ের নিকট দাখিল করা হবে। সভাপতি বলেন যে, সিদ্ধান্তটি দীর্ঘদিন যাবত পেন্ডিং রয়েছে। তাই সিদ্ধান্তটি এজেন্ডা হতে বাদ দেয়ার লক্ষ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য দ্রুত একটি পজিশন পেপার প্রস্তুতপূর্বক সরবরাহের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে নিযুক্ত করিবার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রবিধানমালা সংশোধনের পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে' সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অবাস্তবায়িত সিদ্ধান্তের অগ্রগতি আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করত হবে। বিষয়টি উপসচিব (প্রশাসন-৩) তদারকি করবেন। (গ) 'চট্টগ্রামের বাঁশখালিতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে বাংলাদেশ এনার্জি পোর্ট লিমিটেড নামক Memorandum of Association, Articles of Association এবং Joint Venture and Shareholders Agreement এর খসড়ার অনুমোদন' সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অবাস্তবায়িত সিদ্ধান্তের বিষয়ে দ্রুত একটি পজিশন পেপার প্রস্তুতপূর্বক সচিব মহোদয়ের নিকট দাখিল করতে হবে। বিষয়টি যুগ্মসচিব (উন্নয়ন-২) তদারকি করবেন।	
৩.১১	সভায় অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও অবৈধ পাইপলাইন অপসারণ কার্যক্রমের অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) মে/২০২৩ মাসের অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও অবৈধ পাইপলাইন অপসারণ কার্যক্রমের তথ্য উপস্থাপন করেন। সভায় অবৈধ গ্যাস সংযোগ প্রদানের কাজে জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থার তথ্য উপস্থাপন করা হয়। সভায় জানানো হয় যে, অবৈধ সংযোগ প্রদানের কাজে বিজিডিসিএল এর জড়িত ৪ জন কর্মকর্তা ও ০৩ জন কর্মচারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টিজিটিডিসিএল জানান যে, অবৈধ সংযোগ প্রদানের কাজে টিজিটিডিসিএল এর জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হচ্ছে। সভায় জানানো হয় যে, জেজিটিডিসিএল এর মে/২০২৩ মাসে ১০৮৯টি অভিযান পরিচালনা	(ক) অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও অবৈধ পাইপলাইন অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং প্রতি সমন্বয় সভার পূর্বে এ সংক্রান্ত তথ্যাদি (দায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিগত তিন মাসে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার তথ্যসহ) সুনির্দিষ্ট ছক	অপারেশন অনুবিভাগ/ পেট্রোবাংলা/ ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি/

	করা হয়েছে। অভিযানের সংখ্যা বেশি হওয়ার বিষয়ে সভায় জানতে চাওয়া হয়। জেজিটিডিসিএল এর প্রতিনিধি সভায় জানান যে, মিটার টেস্টিংয়ের সংখ্যাও অভিযানের সংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সভাপতি অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নের বাস্তবিক অভিযানের তথ্যাদি প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় মে/২৩ মাসে বকেয়া গ্যাস বিল আদায়ের তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়। তথ্যাদি পর্যালোচনায় সন্তোষজনক পাওয়া যায়। সভাপতি বকেয়া আদায়ে কার্যকর উদ্যোগ অব্যাহত রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি বেসরকারি ও প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের বকেয়া গ্যাস বিল আদায়ে কার্যকরী উদ্যোগ অব্যাহত রাখারও নির্দেশনা প্রদান করেন। চেয়ারম্যান, বিইআরসি বলেন যে, বিরোধ নিষ্পত্তির শুনানির সময় অনেকক্ষেত্রে কোম্পানীর অভিজ্ঞ প্রতিনিধিদের পাওয়া যায়না। ফলে বিরোধ নিষ্পত্তি করতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সভাপতি বিইআরসি'র বিরোধ নিষ্পত্তির শুনানিতে কোম্পানীর অভিজ্ঞ প্রতিনিধিদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় জানানো হয় যে, অবৈধ গ্যাস সংযোগ বন্ধে জরিমানা পুনঃনির্ধারণ, জড়িত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও অবৈধ সংযোগ গ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে একটি বিধি বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত করে পেট্রোবাংলা হতে প্রস্তাব প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন আছে। সভাপতি দ্রুত প্রস্তাবটি এ বিভাগে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন। যুগ্মসচিব (অপারেশন-২) উল্লেখ করেন যে, খসড়া গ্যাস বিপণন বিধিমালার বিষয়ে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভেটিং গ্রহণের লক্ষ্যে নথিটি যাচাই-বাছাইপূর্বক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।	আকারে (ছকের সকল তথ্য পূরণপূর্বক) এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। (খ) বকেয়া গ্যাস বিল আদায় ত্বরান্বিত করতে হবে ও বকেয়া পরিশোধ না করলে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের কার্যক্রম জোরদার করতে হবে এবং সুনির্দিষ্ট ছক আকারে বকেয়া আদায়ের তথ্য সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (গ) সরকারি প্রতিষ্ঠানের বকেয়া গ্যাস বিল আদায় ত্বরান্বিত করতে হবে এবং বকেয়া পরিশোধ না করলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে। (ঘ) বেসরকারি ও প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের বকেয়া গ্যাস বিল আদায়ে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (ঙ) অবৈধ গ্যাস সংযোগ বন্ধে জরিমানা পুনঃনির্ধারণ, জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও অবৈধ সংযোগ গ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে একটি বিধি বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত সংক্রান্ত প্রস্তাবটি পেট্রোবাংলা হতে দ্রুত এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। (চ) খসড়া গ্যাস বিপণন বিধিমালা, ২০২০ এর বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	
৩.১২	বিবিধ আলোচনা: (ক) পরিচালক (অপারেশন), পেট্রোবাংলা সভায় জানান যে, দেশব্যাপী	(ক) আরপিজিসিএল এর আওতাভুক্ত সকল	সকল অনুবিভাগ/ সকল কর্মকর্তা/

	স্থাপিত সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনের GPS লোকেশন ভিত্তিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রণয়নের লক্ষ্যে কমিটি কর্তৃক চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গত ১৩/০৪/২০২৩ তারিখ পরিচালক (অপারেশন এন্ড মাইন্স) বরাবর চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। প্রতিবেদনটি পেট্রোবাংলা পর্যায়ে পর্যালোচনাপূর্বক পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের জন্য শীঘ্রই জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে। (খ) মহাপরিচালক, হাইড্রোকার্বন ইউনিট জানান যে, দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি হতে পূর্বে প্রাপ্ত বিষয়সমূহ পর্যবেক্ষণ করে বুয়েট কর্তৃক স্টাডির একটি শর্টলিস্ট হাইড্রোকার্বন ইউনিটে প্রেরণ করা হয়েছে। এ শর্টলিস্ট সম্পর্কে এবং গবেষণা সংক্রান্ত ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাইপূর্বক এ বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। (গ) যুগ্মসচিব (অপারেশন-১) জানান যে, সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লি. হতে আরপিজিসিএল কর্তৃক এনজিএল গ্রহণপূর্বক এলপিজিএল এর কৈলাশটিলা প্ল্যান্টটি চালুর বিষয়ে দাখিলকৃত প্রতিবেদন/ সুপারিশ অনুযায়ী স্থানীয় উৎস হতে উৎপাদিত পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের মূল্য [ডিজেল, কেরোসিন, পেট্রোল, অকটেন, কনডেনসেট (হেভী), কনডেনসেট (লাইট), কনডেনসেট (সুপার লাইট) ও Natural Gas Liquids (এনজিএল)] পুনর্নির্ধারণের প্রজ্ঞাপন অদ্য ২৫-০৬-২০২৩ তারিখে জারি করা হয়েছে। সভাপতি বলেন যে, বিষয়টি দীর্ঘদিন যাবত পেন্ডিং রয়েছে। তিনি দ্রুত এ কার্যক্রম সম্পন্নের নির্দেশনা প্রদান করেন। (ঘ) যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির এপ্রিল/২৩ মাসের শূন্য পদে নিয়োগের তথ্য উপস্থাপন করেন। যে সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীর ৪০ শতাংশের অধিক পদ শূন্য সেগুলো দ্রুত পূরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় জানানো হয় যে, পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানীসমূহে ভিন্ন ভিন্ন নিয়োগ প্রবিধানমালা থাকায় পদোন্নতিজনিত বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সভাপতি পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানীসমূহের জন্য একটি অভিন্ন চাকরি প্রবিধানমালা তৈরির কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	ফিলিং স্টেশন ও সিএনজি ফিলিং স্টেশনের তালিকা জিপিএস ম্যাপের মাধ্যমে সম্পন্নের লক্ষ্যে দাখিলকৃত কমিটির প্রতিবেদন পেট্রোবাংলা পর্যায়ে পর্যালোচনাপূর্বক দ্রুত জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। (খ) বুয়েটের সাথে স্বাক্ষরিত এমওইউ এর আলোকে গবেষণা কার্যক্রমের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (গ) সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ হতে আরপিজিসিএল কর্তৃক এনজিএল গ্রহণপূর্বক এলপিজিএল এর কৈলাশটিলা প্ল্যান্টটি চালুর লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। গৃহীত কার্যক্রমের সর্বশেষ অগ্রগতি আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (ঘ) যে সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীতে শূন্য পদ রয়েছে সে সকল শূন্য পদ পূরণে জরুরী ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে এবং শূন্য পদে নিয়োগ/পদোন্নতির অগ্রগতি প্রতি সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। গত এক মাসে কতজনকে নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে তার তথ্য উল্লেখ করতে হবে। (ঙ) পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানীসমূহের জন্য একটি অভিন্ন চাকরি	প্রশাসন-৩ ও পেট্রোবাংলা/ হাইড্রোকার্বন ইউনিট/ ও দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি

		প্রবিধানমালা তৈরির কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	

৪. সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদার
সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

স্মারক নম্বর: ২৮.০০.০০০০.০২১.৯৯.০০১.২২.২৯১

তারিখ: ২৬ আষাঢ় ১৪৩০
১০ জুলাই ২০২৩

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান-এর দপ্তর, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন
২) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)
৩) সকল কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
৪) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট
৫) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)
৬) প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ, প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ এর কার্যালয়, বিস্ফোরক পরিদপ্তর
৭) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
৮) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব), হাইড্রোকার্বন ইউনিট
৯) যুগ্মসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), অতিরিক্ত সচিবের দপ্তর (Blue Economy সেল), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
১০) সচিব, সচিব-এর দপ্তর, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
১১) প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
১২) প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টার একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
১৩) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
১৪) ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সকল), বিপিসি ও পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানীসহ
১৫) চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৬) প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

মোহাম্মদ ফারুক হোসেন
যুগ্মসচিব